পরিবেশ নারীবাদ প্রসঙ্গ

রাজিয়া খানম লাকি

'নারীবাদ' ও 'পরিবেশ' সম্পর্কিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ নারীবাদ বিষয়ের সূচনা হয়েছে। নারীবাদ নারীর ওপর পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য ও জেন্ডারভিত্তিক যে নিপীড়ন হচ্ছে তা অবসানের লক্ষ্যে আন্দোলন করে যাচ্ছে। অপরদিকে প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ ভোগ করা সত্ত্বেও মানুষ প্রকৃতিকে শোষণ করে, নিপীড়ন করে। পরিবেশবাদীরা পরিবেশ রক্ষায় এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। পরিবেশের ওপর মানুষের যে নিপীড়ন সেখানে নারীর চেয়ে পুরুষের ভূমিকা বেশি। ভারতের চিপকো আন্দোলন তার বড় প্রমাণ। পুরুষতন্ত্র বাণিজ্যের জন্য বৃক্ষ নিধন শুরু করলে নারীরা সেখানে বাধা দেয়। বিশ্বের অধিকাংশ শিল্পপতি পুরুষ সমাজ, যারা অরণ্য ধ্বংস করে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলে। অপরদিকে নারী নিপীড়নের পরিবর্তে সংরক্ষণের পক্ষে কাজ করে, এটা নারীর সহজাত স্বভাব। পুরুষতন্ত্র প্রকৃতিকে নারীর সমরূপ দুর্বল, হীন ও সহায়ক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের কাছে নারী ও প্রকৃতি একই প্রকারের। তাই তারা নারী ও প্রকৃতির ওপর নিপীড়ন করতে জীবতাত্ত্বিক পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব (বুদ্ধির কারণে মানুষ প্রকৃতির সব কিছু থেকে শ্রেষ্ঠ)-এর যুক্তি ব্যবহার করে, যা কোনোভাবেই যুক্তিসংগত নয়। নারীবাদ ও পরিবেশবাদ উভয় মতবাদ যে আন্দোলনের সৃষ্টি করছে তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য ও নিপীড়ন প্রতিরোধ করা, নারী ও প্রকৃতি উভয়কে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা, স্বতঃমূল্যে মূল্যবান বলে গণ্য করা।

এ প্রবন্ধে পরিবেশ নারীবাদী মারে বুকচিন নারী ও প্রকৃতির অধস্তনতাকে যে সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখেছেন ও সে সমস্যার সমাধানকল্পে যে মতাদর্শ প্রচার করেছেন সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হবে। পাশাপাশি বন্দনা শিবা ও মারিয়া মাইজের নারী ও প্রকৃতির গভীরভাবে সম্পৃক্ত থেকে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার তত্ত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

পরিবেশ নারীবাদ একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি যা নারীর ন্যায্য অধিকার এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয়। এটি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠেছে আশির দশক থেকে। এ আন্দোলনে জড়িত আছেন পরিবেশবিদ, পরিবেশ নীতিবিদ, বিভিন্ন নারীবাদী ও নিবিড় পরিবেশবাদীরা। পরিবেশ নারীবাদীরা মনে করেন, নারী নিপীড়ন ও পরিবেশ অবনয়নের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক আছে। ১৯৭৪ সালে ফ্রাঁসোয়া দোবন পরিবেশ নারীবাদ প্রত্যয়টি প্রথমে ব্যবহার করেন।[১] তিনি তাঁর Le Feminisme ou la mort গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, নারী নিপীড়নের সঙ্গে প্রকৃতি ধ্বংসের একটি সরাসরি সংযোগ রয়েছে।[২] তাঁর মতানুযায়ী,

[১] Tong, Rosemarie Putnam, 1998, *Feminist Thought*, West View Press, P.251.
[২] *Ibid*, P. 251.

নারীর প্রতি পুরুষের যে মনোভাব, সেই একই মনোভাব পোষণ করেন তাঁরা প্রকৃতির প্রতি। প্রকৃতিকে বাছবিচারহীনভাবে ব্যবহারের ফলে যেমন প্রকৃতি ধ্বংস হচ্ছে তেমনি পরিবেশ দূষণও প্রকট হচ্ছে। পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে যে মানব প্রজাতির অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। পুঁজির স্বার্থে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো শিল্পায়ন করতে গিয়ে অরণ্য ও প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে। জীবজন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ও প্রাণীদের মৃত্যু ডেকে আনছে। পরিবেশের ভারসাম্য বদলে দিচ্ছে। কোনো সমাজে নারীর অবমূল্যায়নের সমার্থক এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে ডেকে আনা।

পরিবেশ নারীবাদীরা মনে করেন, নারী ও পরিবেশকে অধস্তন ও নিপীড়ন করার পশ্চাতে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে। পিতৃতন্ত্রের কর্তৃত্ববাদী চিন্তাধারার কবলে পড়ে নারী পিষ্ট হচ্ছে। নারীর শারীরিক গঠনের দোহাই দিয়ে নারীকে তুলে ধরা হয়েছে দুর্বল, শান্ত, মমতাময়ী, সহানুভূতিশীল ও আবেগপ্রবণ হিসেবে। অনুরূপভাবে প্রকৃতিকেও মাতৃরূপে (নারীরূপে) কল্পনা করে নারীর বৈশিষ্ট্য (হীন, দুর্বল, শান্ত) আরোপ করে নির্বিচারে ভোগের আওতায় আনা হয়েছে।[৩] এটা পুরুষতন্ত্রের একটি কৌশল। এ কৌশল প্রয়োগ করে পুরুষ নারী ও প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ও নিপীড়ন করে। পরিবেশ নারীবাদ এ আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ও আন্দোলন করে। নারীবাদী আন্দোলন ও পরিবেশবাদী আন্দোলনের প্রকৃতি লক্ষ করে অধিকাংশ নারীবাদীরা মত প্রকাশ করেন যে, দুটি আন্দোলনের লক্ষ্য একই।

এ ক্ষেত্রে পরিবেশ নারীবাদী রোজমেরী রেডফোর্ড রিউদার New woman/New Earth গ্রন্থে লিখেন–

"*Women must see that there can be no liberation for them and no solution to the ecological aims within a society whose fundamental model of relationships continues to be one of domination. They must unite the demands of the women's movement with those of the ecological movement to envision a radical reshaping of the basic socioeconomic relations and the underlying values of this (modern industrial) society."*[৪]

রিউদারের এ বক্তব্যে পরিবেশ আন্দোলনের সাথে নারীবাদী আন্দোলনের সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। সাম্প্রতিককালে নারীসমাজ সর্বক্ষেত্রে (যেমন ঝুঁকিপূর্ণ অনেক কাজ, সাংবাদিকতা, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও পুলিশবাহিনীর দায়িত্ব পালন, মাটিকাটা ও রাস্তা তৈরির কাজ, প্রভৃতি) অংশগ্রহণ করে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে শারীরিক দিক থেকে নারী পুরুষের তুলনায় দুর্বল নয়। নারী তার সম্পর্কে প্রচলিত বা সনাতন ধারণা (দুর্বল, হীন, সিদ্ধান্ত নিতে

[৩] ভূঁইয়া, এ.এস.এম. আনোয়ারুল্লাহ, ২০০৯, "পরিবেশ নারীবাদ : বিজ্ঞান ও ধর্মতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত", *Copula,* Journal of the Philosophy Department, Vol. xxvi, Jahangirnagar University, পৃ.৮৫।

[৪] Tong, Rosemarie Putnam, *Op.Cit.,*P. 247.

অপারগ) পালটে দিয়েছে। তবে নারী পুরুষের মতো সব কাজ করলেও তার মধ্যে নারীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য (মাতৃত্ব, স্নেহশীলতা, পরিচর্যার মনোভাব) অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করে, যা পুরুষের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। নারীর মতো প্রকৃতিও মানুষের কল্যাণের পক্ষে কাজ করে। নারী অনেক সময় অত্যাচার সহ্য করে, প্রকৃতিও তেমনি তার প্রতি মানুষের বিভিন্ন নিপীড়ন সহ্য করে। নারী ও পুরুষ উভয়েই প্রকৃতিকে নিপীড়ন করলেও পুরুষের চেয়ে নারীর এ ভূমিকা অনেক কম। র‍্যাডিকাল নারীবাদ অনুযায়ী, নারী তার পরিচর্যাশীল মনোভাবের কারণে প্রকৃতিকে অপেক্ষাকৃত কম নিপীড়ন করে। পরিবেশ নারীবাদীরা এ বিষয়টি তুলে ধরতে চান যে, আমাদের ভালো থাকা বা মন্দ থাকা প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। সে কারণে প্রকৃতি বা পরিবেশকে আমাদের ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। পুরুষতন্ত্র নারী ও প্রকৃতির এ ধরনের গুণকে অবমূল্যায়ন করে এবং এদের ওপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। পরিবেশ নারীবাদ এই কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।

পরিবেশ নারীবাদ প্রধানত যে বিষয়টি আমাদের কাছে তুলে ধরতে চায় তা হলো পুরুষতন্ত্রের প্রচলিত ধারণা ও দ্বৈত মূল্যবোধ। পুরুষ বীর, সাহসী, পরাক্রমশালী; অপরদিকে নারী এবং প্রকৃতি দুর্বল ও হীন তাই তারা অধস্তন। এই মতবাদ অনুযায়ী, শ্রেষ্ঠ বা নৈতিক প্রাণী হিসেবে মানুষে-মানুষে কোনো ভেদাভেদ করা উচিত নয়। নারীকে অধস্তন অবস্থায় রেখে সমাজের উন্নয়ন এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাতে বরং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে যেহেতু সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে চাই, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর পৃথিবী রেখে যেতে চাই, সেহেতু পরিবেশের ক্ষেত্রে আমরা নৈতিকতার বিষয়টি বিবেচনা করব। তা ছাড়া, নারী-পুরুষ ভেদাভেদ বিলোপ করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করাও আমাদের দায়িত্ব। পরিবেশ নারীবাদ এমন ধারণাই পোষণ করে।

পরিবেশ নারীবাদ আলোচনায় দেখা যায় যে, পুরুষতান্ত্রিক নেতিবাচক মূল্যবোধ নারী ও প্রকৃতি নিপীড়নের জন্য দায়ী। নারীবাদীরা ও পরিবেশবাদীরা তাই পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। উভয় আন্দোলনের লক্ষ্য একই। নারী ও প্রকৃতি নিপীড়নের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতৃতন্ত্রই দায়ী। কেননা নারী পরিবেশের সঙ্গে অনেক বেশি সম্পৃক্ত থাকার কারণে প্রকৃতিকে কম শোষণ করে। তা ছাড়া, নারী তার সহজাত গুণের (পরিচর্যার মনোভাব) কারণে পরিবেশকে ধ্বংস না করে রক্ষা করতে চায়। পরিবেশ নারীবাদ পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যের বিরুদ্ধে যেমন প্রতিবাদ করে, তেমনি নারী ও প্রকৃতির ঘনিষ্ঠতা মূল্যায়ন করে উভয়কে মর্যাদাবান সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী।

ক্যারেন জে. ওয়ারেন, ভেল প্লামউড, মারে বুকচিন, জিম চেনি, বন্দনা শিবা, মারিয়া মাইজ, রোজমেরী রিউদার প্রমুখ পরিবেশ নারীবাদী হিসেবে পরিচিত। জানুয়ারি-জুন ২০১৬ সালে প্রকাশিত 'নারী ও প্রগতি'র ২৩তম সংখ্যায় 'পরিবেশ নারীবাদ : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ' শীর্ষক একটি লেখায় আমি ক্যারেন জে. ওয়ারেন ও ভেল প্লামউডের পরিবেশ নারীবাদী মতাদর্শ

নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কাজেই এই লেখায় আমি সংক্ষেপে আলোচনা করব মারে বুকচিন, বন্দনা শিবা, মারিয়া মাইজ, প্রমুখের মতাদর্শ নিয়ে।

মারে বুকচিন

মারে বুকচিন একজন পরিবেশ নারীবাদী দার্শনিক। পরিবেশ নারীবাদ সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক মতকে "সামাজিক পরিবেশবাদ" বলা হয়[৫], কেননা তিনি নারী ও প্রকৃতির অধস্তনতাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতানুযায়ী, সামাজিক স্তরেই মানুষ মানুষকে অবজ্ঞা করে, নারীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক একটি সামাজিক সম্পর্ক তাই সামাজিকভাবেই নারী ও প্রকৃতির ওপর নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে।

তাঁর সামাজিক পরিবেশবাদ আমাদের পরিবেশ নারীবাদ সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে সাহায্য করে। নারী পরিবেশের একটি বিরাট অংশ এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবেশে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। অথচ নারী পরিবেশের মতো পুরুষতন্ত্র কর্তৃক বিভিন্নভাবে নিপীড়িত হচ্ছে। নারীবাদীদের কাছে এটি একটি সামাজিক সমস্যা। নারীবাদীরা মনে করেন পরিবেশের অবক্ষয় ও বিপর্যয়ের সাথে জড়িত রয়েছে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যবাদী মনোভাব। তাঁরা (নারীবাদ) মনে করে, নারী প্রকৃতির সঙ্গে অধিক সম্পৃক্ত ও পরিচর্যার প্রীতি থেকে প্রকৃতিকে নিপীড়নের পরিবর্তে সংরক্ষণ করে। বুকচিন দাবি করেন, পরিবেশ অবনয়নের সাথে জড়িত রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বলতে, বুকচিন সামাজিক স্তরায়নকে নির্দেশ করেছেন।[৬] স্তরায়ন বলতে, উচ্চ-নীচ, মর্যাদাবান-অমর্যাদাবান, ধনী-দরিদ্র, শাসক-শাসিত, পুরুষ-নারী এককথায় অসম বিভাজনকে বোঝায়। এখানে লক্ষণীয় যে, পরিবেশ নারীবাদ ও সামাজিক পরিবেশবাদ উভয় মতবাদ অনুসারে পরিবেশ সংকটের মূলে রয়েছে সামাজিক মূল্যবোধ।[৭]

বুকচিন মনে করেন, মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক স্তরেই মানুষ মানুষকে শোষণ করে ও নিপীড়ন করে। এই নির্যাতন ও শোষণের অন্য একটি স্তরে মানুষ প্রকৃতিকে শোষণ করে। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন, সমাজে আমরা মানুষের প্রতি যে বৈষম্য, শোষণ ও নিপীড়ন লক্ষ করি তা যেমন একটি সামাজিক সমস্যা, তেমনি প্রকৃতির প্রতি মানুষের যে শোষণ ও নিপীড়ন তাও একটি সামাজিক সমস্যা। এই শোষণ, নিপীড়ন, বৈষম্য সামাজিক স্তরায়ন (উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ)-এর কারণেই ঘটে থাকে। তাই সামাজিকভাবে এই সমস্যা দূর করতে হবে। তাঁর মতানুযায়ী, 'প্রকৃতির প্রতি মানুষের যে অর্থনৈতিক শোষণ তা দূর করতে হলে তা সামাজিক স্তরেই দূর করতে হবে। কেননা নৈতিক বিচার-বিবেচনা মানব সমাজে সীমাবদ্ধ।'[৮]

---

[৫] Jardins, J.R.D., 1997, *Environment Ethics: An Introduction to Environmental philosophy,* Australia, P.235.
[৬] *Ibid,*P.235.
[৭] *Ibid,*P.235.
[৮] *Ibid,*P.246.

তিনি মনে করেন, সমাজের প্রেক্ষিতে মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। নৈতিক মূল্যবোধ দিয়ে মানুষ পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে। তবে সমাজে স্তরায়ন (দুটি গ্রুপকে বোঝায়, একটি ক্ষমতাবান বা শাসক শ্রেণি এবং অন্যটি ক্ষমতাহীন বা শোষিত শ্রেণি)-এর জন্যই এক পক্ষ অপর পক্ষকে নিপীড়ন করে। বুকচিন বলেন, এই সামাজিক স্তরায়ন ও প্রকৃতির অধস্তনতার ধারণা ঐতিহাসিকভাবে সম্পর্কিত।[৯]

তাঁর মতানুযায়ী, কালের বিবর্তনে মানুষের মধ্যে স্তরায়ন গড়ে উঠলেও মানুষ ওই স্তরায়নের অবসান ঘটাতে পারে। এর জন্য তিনি স্তরায়নমুক্ত কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের কথা ব্যক্ত করেন, যে সম্প্রদায়ের সকল সদস্য আধিপত্যের দাপট থেকে মুক্ত থাকবে। তিনি এমন একটি কমিউনিটি কল্পনা করেন, যা হবে স্তরায়নমুক্ত এবং উদারনৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন।[১০] বুকচিন বিশ্বাস করেন, এমন কমিউনিটি প্রকৃতি ও মানুষকে যেমন বৈষম্যমুক্ত ও সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে সহায়ক হবে, তেমনি পুরুষ ও নারীকে সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারে। তিনি সমাজের প্রচলিত স্তরায়নের বিকল্প হিসেবে উদারনৈতিক সামাজিক ন্যায়পরায়ণতাকে তাঁর সামাজিক পরিবেশবাদে তুলে ধরেন।[১১]

নরওয়ের দার্শনিক আরনে নেস ১৯৭৩ সালে তাঁর The Deep Ecology প্রবন্ধে প্রথম নিবিড় পরিবেশ প্রত্যয় ব্যবহার করেন।[১২] নিবিড় পরিবেশবাদী আরনে নেসসহ অন্যান্য নিবিড় পরিবেশবাদীরা বুকচিনের সামাজিক পরিবেশবাদের সমালোচনা করেছেন। কেননা বুকচিন প্রকৃতির স্বতঃমূল্যের দিকটি বিবেচনায় না এনে সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করেছেন। পরিবেশ নারীবাদী এবং নিবিড় পরিবেশবাদীরা পরিবেশের স্বতঃমূল্যকে স্বীকার করেন, যা বুকচিনের সামাজিক পরিবেশবাদে অনুপস্থিত। এখানে লক্ষণীয় যে, বুকচিনের মতাদর্শের সাথে ওয়ারেনের মতাদর্শের সাদৃশ্য রয়েছে (উভয়েই স্তরায়নকে দায়ী করেছেন), তবে ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে। নারী ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে বৈষম্যের জন্য বুকচিন পুরুষতন্ত্রের সামাজিক আধিপত্যবাদী স্তরায়নকে দায়ী করেছেন, অপরদিকে ওয়ারেন ধারণাগত কাঠামোকে দায়ী করেছেন। আমরা বলতে পারি, তাঁদের মতাদর্শে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যের তাত্ত্বিক দিকটি গুরুত্বপূর্ণ।

বন্দনা শিবা

সকল পরিবেশ নারীবাদী একমত যে, নারীর সঙ্গে পরিবেশের সম্পৃক্ততার কারণে নারী ও প্রকৃতি নিপীড়িত হয়। ভারতের বন্দনা শিবা পরিবেশের সাথে নারীর বিশেষ সম্পৃক্ততা (অর্থাৎ অনিবার্য সম্পর্ক) রয়েছে বলে মনে করেন।[১৩] তাঁর মতে, "আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারী ও প্রকৃতির

[৯] Jardins, *Op.Cit,*P.246.
[১০] *Ibid,*P.245.
[১১] *Ibid,*P.246.
[১২] *Ibid,*P.213.
[১৩] Mies Maria and Shiva Vandana, 1993, *Ecofeminism,* Femwood Publishing, London & Delhi, Introduction.

কার্যক্রম ও উৎপাদন ক্ষমতাকে নিষ্ক্রিয় মনে করে এবং উভয়কে দুর্বল মনে করে ব্যবহার করে।"[১৪] এ ব্যাপারে শিবা অরণ্যে প্রবাহিত একটি জলস্রোত বা ঝর্ণাধারার দৃষ্টান্ত[১৫] দিয়েছেন। যেমন, ধরা যাক বনের মধ্যে একটি জলস্রোত, সেখানে ইঞ্জিনিয়ার এসে পাওয়ার পাম্প না লাগানো পর্যন্ত ওই স্থানের পানি দিয়ে প্রয়োজন পূরণ করে নারীরা। নারীরা ওই জলস্রোত থেকে পানি সংগ্রহ করে পরিবার বা জনগোষ্ঠীর জন্য। তাঁর মতানুযায়ী আমাদের সমাজ একে উৎপাদনমূলক কাজ মনে করে না। কেননা ওই জলস্রোত শুধু পরিবারের বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে পানির প্রয়োজন মেটাতে পারে। ওই জলস্রোত উৎপাদনমূলক হবে তখন যখন কোনো ইঞ্জিনিয়ার বা কোনো চিন্তাবিদ ওই জায়গায় এসে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জলস্রোতটিকে ব্যবহার করে। একইভাবে সত্য যে, একটি বন উৎপাদনমূলক হতে পারে, কেননা বন মাটির ক্ষয়রোধ করে, অক্সিজেন সৃষ্টি করে, ফলমূল দেয়, বন থেকে জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায় এবং আরও অনেক মূল্যবান সম্পদ পাওয়া যায়। অনেকের মতে এটা (জলস্রোত) যদি রপ্তানি করা না যায়, তাহলে তাকে উৎপাদনমূলক বলা যাবে না।

বন্দনা শিবা তাঁর *Staying Alive: Women Ecology and Development In India*[১৬] গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সমাজে নারী ও প্রকৃতির অবস্থান এক ও অভিন্ন। তাঁর মতে, পরিবেশের সাথে নারীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রয়েছে দৈনন্দিন কাজের সম্পৃক্ততার কারণে। প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত থেকে নারীরা বিভিন্ন প্রকার সম্পদ সৃষ্টি করে। তা ছাড়া, প্রকৃতি সম্পর্কে নারীদের যথেষ্ট ধারণা রয়েছে। তবে পুঁজিবাদী সংকোচনবাদীরা [উৎপাদন ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে যারা (পুঁজিপতিরা) পুঁজি পুঞ্জীভূত করেন তারাই সংকোচনবাদী] এটা বিশ্বাস করে না যে, নারীর কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগ রয়েছে। সকল পরিবেশ নারীবাদীরা একমত যে, নারীর সঙ্গে পরিবেশের সম্পৃক্ততার কারণে নারী ও প্রকৃতি একইভাবে নিপীড়িত হয়।[১৭] পুরুষতন্ত্র নারীদের অধীনস্ত করে রাখার জন্য সমাজে দ্বৈত মূল্যবোধ (নারী দুর্বল, হীন ও আবেগপ্রবণ বলে নিম্নমানের, অপরদিকে পুরুষ সবল, বীর ও যুক্তিবুদ্ধির অধিকারী বলে উচ্চমানের) তৈরি করে রেখেছে। এই দ্বৈত মূল্যবোধের কারণে নারীর কর্ম ও জ্ঞান সমাজে অবমূল্যায়িত থেকে যায়। অর্থাৎ নারীর কর্ম ও জ্ঞান উৎপাদনমূলক হিসেবে ধরা হয় না। শিবার মতে, আবহমানকাল ধরে নারীরা বীজ সংগ্রহ থেকে শুরু করে চাষাবাদ, ধান থেকে চাল তৈরি ও সংরক্ষণ এবং খামার শিল্পেও অবদান রাখছে। তাই তাদের জ্ঞান ও দক্ষতাই শস্য উৎপাদনের মূল কাঠামো হতে পারে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে নারীর অবদান অস্বীকৃত রয়ে যাচ্ছে। তিনি মনে করেন, যে কারণে পুরুষতন্ত্র নারীকে নিপীড়ন করে, একই কারণে প্রকৃতিকেও নিপীড়ন করে।

---

[১৪] *Ibid,* 3 of 7.

[15] Shiva Vandana, 1989, *Staying Alive: Women Ecology and Development in India,* London and Delhi: Kali for Women, Introduction.

[16] Mies Maria and Shiva Vandana, 1993, *Ecofeminism,* Femwood Publishing, London & Delhi, Introduction.

[17] Shiva Vandana,1989, *Staying Alive: Women Ecology and Development in India,* London and Delhi: Kali for Women, Introduction.

শিবার মতে, নারী ও প্রকৃতির মধ্যে যে সম্পর্ক সে সম্পর্ক হলো অনিবার্য সম্পর্ক।[১৮] শিবা ও ওয়ারেন উভয়েই প্রকৃতির সঙ্গে নারীর অনিবার্য সম্পর্ক দেখিয়েছেন, যেখানে শিবার মতের সঙ্গে ওয়ারেনের মতের সাদৃশ্য রয়েছে।

কিন্তু শিবার মতকে সমালোচনা করে ক্যারোলিন মার্চেন্ট, এজলার, মারে বুকচিন, মারিয়া মাইজ প্রমুখ দেখান যে, প্রকৃতির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক অনিবার্য নয়, বরং সাপেক্ষ। মার্চেন্ট তাঁর *The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution* (1980) গ্রন্থে বলেন, সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত নারী প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল, প্রকৃতিকে নারী লালন করত। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর ইউরোপে বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে।[১৯] তিনি যুক্তি দেন যে, এ সময়ে অতীতের কিছু ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটে এবং প্রকৃতির সঙ্গে নারীর যে সম্পৃক্ততা ছিল তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মার্চেন্ট নারী ও প্রকৃতির ওপর আধিপত্যের উৎস হিসেবে শিল্পায়ন ও আধুনিক যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ পিতৃতন্ত্রকে দায়ী করেন। তাঁর মতে, যান্ত্রিকতার কারণে উন্নয়নশীল দেশের কিছু দরিদ্র নারী ব্যতীত উন্নত দেশের নারীরা প্রকৃতির সঙ্গে অনেকাংশেই সম্পর্কিত নয়। কাজেই তাঁরা (মার্চেন্ট, এজলার, বুকচিন, মারিয়া মাইজ) মনে করেন, প্রকৃতির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক রয়েছে তবে তা অনিবার্য নয়। বিনা আগারওয়াল শিবার মতকে সমালোচনা করেন এভাবে যে, তৃতীয় বিশ্বের সকল নারীকে শিবা এক কাতারে ফেলে দিয়েছেন, যেখানে ধরা হয় সকল নারীই প্রকৃতির মধ্যে স্থাপিত।[২০]

মারিয়া মাইজ

পরিবেশ নারীবাদী মারিয়া মাইজও মনে করেন যে, দৈনন্দিন কাজের জন্য পুরুষের তুলনায় নারী পরিবেশের সাথে বেশি সম্পৃক্ত। এই সম্পৃক্ততার কারণে নারী পরিবেশ রক্ষায় প্রধান ভূমিকা রাখে। ভারতের চিপকো আন্দোলন[২১] ও ইউরোপের সবুজ বেষ্টনী আন্দোলন[২২] এর উদাহরণ। তাঁর মতানুযায়ী, পরিবেশ রক্ষায় নারী যেমন ভূমিকা রাখে তেমনি পরিবার টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রেও নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তবে মাইজ প্রকৃতির সঙ্গে নারীর গভীর সম্পৃক্ততার ব্যাখ্যা দিলেও বন্দনা শিবার মতো অনিবার্য বলেন নি। অর্থাৎ তাঁর মতে, নারী ও প্রকৃতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে তবে সে সম্পর্ক অনিবার্য নয়।

ওয়ারেন ও শিবা মনে করেন, নারীর সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক অনিবার্য কিন্তু মারিয়া মাইজ, ক্যারোলিন মার্চেন্ট, এজলার, মারে বুকচিন এবং নিবিড় পবিবেশবাদীরা একে অনিবার্য বলতে রাজি নন। এঁদের মতানুযায়ী, নারীর সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক রয়েছে, তবে তা অনিবার্য নয়,

---

[১৮] Warren, K.J., 2012, *Women Connection,* (onlline) http://media.pfeiffer:edu/Iridener/course/Ecowarnn.html

[১৯] সাদিয়া আফরিন, লিঙ্গীয় সম্পর্ক, প্রতিবেশ ও উন্নয়ন মিথোজীবিত্ব অপরিহার্যতা, সমাজ নিরীক্ষণ, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, পৃ.৭৯।

[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৯।

[২১] Halim, Ms. Sadeka, 2002, *Women Affinity with Nature*, P.198.

[২২] *Ibid,*P.198.

পিতৃতন্ত্রেরও প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। নারী প্রকৃতির সঙ্গে শারীরিকভাবে সম্পর্ক স্থাপনে পারদর্শী। কিন্তু শিল্পায়নের কারণে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষতন্ত্রের সম্পর্ক শারীরিক না হয়ে যান্ত্রিক হয় এবং জৈবিকতার কারণে অন্তরঙ্গ হতে পারে না। তা ছাড়া পরিবেশ সচেতনতার কারণে পুরুষরা পূর্বের তুলনায় পরিবেশের সাথে ক্রমশ বেশি সম্পৃক্ত হচ্ছে।

এখানে ওয়ারেন ও শিবার মতের সাথে তাঁর (মাইজ) মতের পার্থক্য রয়েছে। ওয়ারেন ও শিবা মনে করেন, নারীর সাথে প্রকৃতির অনিবার্য সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু মাইজসহ অন্যরা (যাদের নাম উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) এ অনিবার্য সম্পর্কের বিরোধিতা করেন। অর্থাৎ মারিয়া মাইজের সাথে উপর্যুক্ত ব্যক্তিরা সহমত পোষণ করেন।

উপসংহার

পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজে দ্বৈত মূলবোধ সৃষ্টি করে নারী ও পরিবেশকে অধস্তন করে রেখেছে– পুরুষতন্ত্রের এ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ ও এ সম্বন্ধে বিভিন্ন পরিবেশ নারীবাদী তাত্ত্বিকের ইতিবাচক চিন্তাধারা সম্বন্ধে ওপরে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার শুরুতে পরিবেশ নারীবাদী ফ্রাঁসোয়া দোবন-এর মতাদর্শ (নারী নিপীড়নের সঙ্গে প্রকৃতি ধ্বংসের যে সরাসরি সংযোগ রয়েছে এবং নারী ও প্রকৃতির প্রতি পুরুষতন্ত্রের একই মনোভাব), নারীবাদী আন্দোলন ও পরিবেশবাদী আন্দোলন– উভয় আন্দোলনের লক্ষ্য যে অভিন্ন এবং এ সম্পর্কে পরিবেশ নারীবাদী রোজমেরী রিউদারের মতাদর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশের সঙ্গে নারীর যে সম্পৃক্ততা রয়েছে বিভিন্ন পরিবেশ নারীবাদীদের তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে তা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

পরিবেশ নারীবাদ, পরিবেশ ও নারীর প্রতি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিপীড়নমূলক নেতিবাচক আচরণকে শুধু ব্যাখ্যা করে তা নয়, পাশাপাশি উক্ত আচরণের কারণগুলোও উদঘাটন করে; যেমন, পুরুষতন্ত্রের প্রচলিত ধারণা, দ্বৈত মূল্যবোধ, ধারণাগত কাঠামো ও কর্তৃত্বের যৌক্তিকতা। কেবল কারণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই পরিবেশ নারীবাদ আমাদের কাছে তুলে ধরেছে তা নয়, সেই সাথে কারণগুলোকে কীভাবে সমাধান করা যায় ব্যক্তিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে তার তাত্ত্বিক দিকও আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এ মতবাদ নারী ও পরিবেশকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়নসহ নারী ও পরিবেশের ঘনিষ্ঠতা মূল্যায়ন করে উভয়কে মর্যাদাবান সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী। সুতরাং আশা করা যায় সমাজের মানুষ সচেতন থাকবে এ বিষয়গুলো সম্বন্ধে। তাদের সৃষ্ট সচেতনতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষের পক্ষে নারী ও পরিবেশকে মূল্যায়ন করায় সহায়ক হবে বলে মনে করা যেতে পারে।

ড. রাজিয়া খানম লাকি সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা। raziakhanom(2014)@gmail.com